৫ বর্ষ ৪৫ সংখ্যা ২১ মার্চ ২০০৩

এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

সারা বিশ্বের জনমতকে উপেক্ষা করে ইঙ্গ-মার্কিন জোট ইরাকে চূড়ান্ত আঘাত হানছে। যুদ্ধের সব প্রস্তুতি তাদের সম্পন্ন। তিন লাখ ব্রিটিশ মার্কিন সৈন্য নির্দেশের অপেক্ষায় দিন গুনছে। বুশ কেন ইরাকে হামলা করতে অতি উৎসাহী, তার কারণ অনুসন্ধান করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এ যুদ্ধে বুশ নিজেকে কট্টর খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে প্রমাণ করছেন। বাইবেল থেকে মাঝে মধ্যেই উদ্ধৃতি দিচ্ছেন। ইরাককে বিশ্বশান্তির অপশক্তি বলছেন। ধর্ম হয়ে উঠেছে তার ইরাক আক্রমণের লেবাস। নেপথ্যে রয়েছে মার্কিনিদের অন্য হিসাব। ইরাকে মজুদ বিপুল পরিমাণ তেল সম্পদের ওপর মার্কিন আধিপত্য। মধ্যপ্রাচ্যে তার সাম্রাজ্যবাদী অবস্থান দৃঢ় করা।

বুশ মূলত ইরাকের বিরুদ্ধে অযাচিত যুদ্ধে পশ্চিমা খ্রিস্টান দেশগুলোকে পাশে পাবার জন্য ধর্মের দোহাই দিচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে ইরাকের বিরুদ্ধে অন্যায় এ যুদ্ধের একটা নৈতিক ভিত্তি দাঁড় করাতে চেষ্টা করছেন। এ চেষ্টাও বুশের জন্য কষ্টসাধ্য হয়ে উঠছে। ক্রমেই বিশ্ব জনমত যুদ্ধের বিপক্ষে চলে যাচ্ছে। আফগানিস্তান আক্রমণের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিমা মিডিয়া, পশ্চিমা বন্ধুদের সমর্থন পাচ্ছে না। চীন, রাশিয়া, ফ্রান্স সরাসরি বিরোধিতা করছে। তবে বুশ জানেন, পশ্চিমা শক্তিগুলো যতই মুখে বিরোধিতা করুক, তারা ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির বিপক্ষে দাঁড়াবে না। যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুখের বাণী নিরর্থক। অস্ত্রই হচ্ছে মূল শক্তি।

মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাক আক্রমণে আফগানিস্তানের মডেল গ্রহণ করেছে। তারা প্রথমে আক্রমণ করে শক্তিহীন করে দেবে সাদ্দামকে। পরে সাদ্দামকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজেদের তোষামোদকারী একটি সরকার বসাবে। এ সরকারকে টিকিয়ে রাখতে ইরাকে মোতায়েন করা হবে মার্কিন সৈন্য। এরপর তারা দৃষ্টি দেবে তাদের অপর টার্গেট ইরানের দিকে। এভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মধ্যপ্রাচ্যে তাদের শেকড় চিরস্থায়ী করতে স্বপ্নে বিভোর। তারা চায় সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের তেলকে নিজের করে পেতে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর পক্ষে ঐক্যবদ্ধভাবে মার্কিন বিরোধী দৃঢ় অবস্থান নেয়া সম্ভব নয়, বুশ তা ভালো করেই জানেন। মূলত ব্রিটিশ উপনিবেশ পতনের পর মার্কিনিরা আজ নতুন ধরনের উপনিবেশ গড়ে তুলতে চায়। বুশের যুদ্ধবাজ নীতি সেই দিকনির্দেশনাই দিচ্ছে।

বুশের যুদ্ধ উন্মাদনার পেছনে আরো একটি কারণ আমেরিকার অর্থনীতির মন্দা অবস্থা। বুশ চান যুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্ব অস্ত্র বাজারকে চাঙ্গা করতে। অস্ত্র শিল্প চাঙ্গা হলে আমেরিকার অর্থনীতিতে গতি আসবে। দেশের ও অর্থনীতির অন্য সেক্টরে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। অর্থনীতিতে ওয়্যার ইকোনমি বলে একটা কথা আছে। যুদ্ধ অর্থনীতির ফর্মুলা অনুযায়ী যখন কোনো দেশ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে তখন সে দেশের অর্থনীতির গতি সঞ্চার হয়।

তবে অতিরিক্ত যুদ্ধ উন্মাদনা যে সুখকর ফল বয়ে আনবে না, ইতিহাস তার সাক্ষ্য দেয়। সারা বিশ্ব আজ যুদ্ধের বিরুদ্ধে। সারা বিশ্বের রাজপথে শান্তিপ্রিয় কোটি মানুষ মিছিল করছে। শান্তির এ বার্তা যুদ্ধ পাগল মার্কিন, ব্রিটিশ সরকারের কর্ণে পৌঁছায়নি। এখন শুধু বিশ্ব জনমতই পারে যুদ্ধ বন্ধ করতে। এ কারণে কোনো বিশ্বশক্তি, সংস্থার ওপর ভরসা না করে, যুদ্ধ বিরোধী কোটি মানুষের সমাবেশকে আরো প্রখর, তীব্রতর করতে হবে।

সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিউল আদনান

প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা

প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু

সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস

প্রদায়ক
জসিম মল্লিক

আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন

নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, নাসিম আহমেদ
সুমী শাহাবুদ্দিন, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান

যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান

সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল

বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি
মিজানুর রহমান খান

হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল

জার্মানি প্রতিনিধি
সরাফউদ্দিন আহমেদ

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ

কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর

প্রযুক্তি উপদেষ্টা
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ

শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য

কর্মাধ্যক্ষ
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ইমেল ঃ s2000@dbn-bd.net

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

নতুন ইমেল ঃ s2000@dbn-bd.net